তোমাতে অচলা ভক্তি থাকে। মূল শ্লোকে "ত্বয্যপি" পদের অর্থ "সেই ভগবৎপরায়ণ যে তুমি"—এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে।

যেহেতু যদি শ্রীশিবে ভগবৎপ্রিয়দৃষ্টিতে ভক্তি প্রার্থনা না করিতেন, তাহা হইলে শ্রীভগবানে অচ্যুতা ভক্তি প্রার্থনাতেই শ্রীশিবের প্রতিও ভক্তি প্রার্থনা করা হইত; পৃথকভাবে তোমাতেও যেন ভক্তি থাকে, এইরূপ উল্লেখ করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। অতএব, অষ্টমস্কন্ধে ৭।৩৩ শ্লোকে শ্রীপ্রজাপতিগণকৃত শ্রীশঙ্করের স্তুতিতে এইরূপ অভিপ্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

যে ত্বাত্মারামগুরুভি র্হৃদি চিন্তিতাঙ্‌ঘ্রি-
দ্বন্দং চরন্তমুময়া তপসাভিতপ্তম্।
কথ্যন্ত উগ্রপরুষং নিরতং শ্মশানে
তে নূনমূতিমবিদংস্তব হাতলজ্জাঃ॥

হে প্রভো! ভগবদ্ভক্তি-উপদেশে পরকে অনুগ্রহ করিতে নিত্য ব্যাকুল তোমাকে যাহারা নিন্দা করে, তাহারা অতি মূর্খ। যাহারা তুমি উমাতে অত্যন্ত কামুক ও শ্মশানে বিচরণ কর—এইজন্য সদাচারবহির্ভূত এবং অতিশয় ক্রূরচেষ্টিত বলিয়া নিন্দা করে, তাহারা তোমার লীলা কিছুই বুঝিতে পারে না। যেহেতু আত্মারামগণ কর্ত্তৃক যাঁহার চরণযুগল সেবিত হয়, তাহার কামিত্ব অসম্ভব। তপস্যার দ্বারা অভিতপ্ত শান্তমূর্ত্তি তোমার কখনও উগ্রত্ব সম্ভব হইতে পারে না। নির্লজ্জ মূর্খগণই তোমার লীলারহস্য বুঝিতে না পারিয়া কদর্থনা করিয়া থাকে। এই শ্লোকে ভগবদ্ভক্তি-উপদেশে জগতের কল্যাণকারীত্ব-গুণে শ্রীশঙ্করের মহাভাগবতত্বই দেখান হইয়াছে। চতুর্থ স্কন্ধে ৩০।৩৮ শ্লোকে শ্রীপ্রচেতোগণ শ্রীহরিকে স্তব করিয়াও শ্রীশঙ্করের ভগবৎপ্রিয়ত্বই উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

বয়ন্ত সাক্ষাদ্‌ভগবান্ ভবস্য
প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎসস্য ভবস্য মৃত্যো-
র্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম॥

অর্থাৎ প্রচেতোগণ শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন—হে প্রভো! সৎসঙ্গের ফল আমরাই অনুভব করিয়াছি, যেহেতু তোমার প্রিয়তম এবং সখা শ্রীশঙ্করের ক্ষণকাল সঙ্গের প্রভাবেই চিকিৎসায় সুদুঃসাধ্য জন্ম ও মৃত্যু শ্রেষ্ঠ-চিকিৎসক—পরমগতি তোমার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। যদি তোমার প্রিয়তম শ্রীশঙ্করের সঙ্গ না পাইতাম, তাহা হইলে আমরা তোমার চরণে শরণাগত